بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আমরা আহমদীরা নিঃসন্দেহে সেই সকল সৌভাগ্যবান মানুষদের অন্তর্ভুক্ত যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছে আর সেই সকল মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলে। সুতরাং এজন্য খোদার দরবারে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা যথেষ্ট হবে না যে, তিনি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন।

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ১ লা এপ্রিল ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্বৃতি পড়ে শুনিয়েছিলাম যাতে তিনি বলেছেন যে, তোমরা যারা আমার যুগে জন্ম গ্রহণ করেছ আনন্দিত হও এবং আনন্দের বহিঃপ্রকাশ কর যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের এই যুগে সৃষ্টি করে সেই সকল সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা সেই যুগ মসীহ্‌র যুগ দেখার সুযোগ পেয়েছে যার অপেক্ষায় বহু প্রজন্ম এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। সেই উদ্বৃতির সারমর্ম এটিই ছিল যা আমি নিজের ভাষায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। আমরা আহমদীরা নিঃসন্দেহে সেই সকল সৌভাগ্যবান মানুষদের অন্তর্ভুক্ত যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছে আর সেই সকল মানুষদের অন্তর্ভু ক্ত হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলে। আর আমরা সেই সব দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাতে বয়আতের সুযোগ বা সৌভাগ্য লাভ করেনি। বরং কতক এমন দুর্ভাগাও আছে যারা বিরোধিতায় সকল সীমা লঙ্ঘন করেছে আর এভাবে তারা খোদার প্রেরীত মহাপুরুষের দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং বিশৃঙ্খলার শিকার হয়েছে। সুতরাং এজন্য খোদার দরবারে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা যথেষ্ট হবে না যে, তিনি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন আর জীবনের বিভিন্ন মোড়ে যে সব প্রশ্ন ওঠে বা দেখা দেয় সঠিক ইসলামী শিক্ষা অনুসারে সেগুলোর সমাধানও তাঁর প্রেরীত মহাপুরুষের মাধ্যমে আমাদের অবহিত করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় রচনাবলী, বক্তৃতা এবং বিভিন্ন বৈঠক ও অধিবেশনে কিছু কিছু বিষয় উপমার ভাষায় বা উদাহারণের মাধ্যমে বর্ণনা করতেন যা তাঁর সাহাবীদের বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলীতে স্পষ্ট হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের ওপর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ করেছেন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যিনি তাঁর খুতবা এবং বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত বিভিন্ন কথা বর্ণনা করেছেন যা সচরাচর তিনি স্বয়ং দেখেছেন বা শুনেছেন বা তাঁর নিকটবর্তী সাহাবীরা তাঁকে অবহিত করেছেন। এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বা উপমার মাধ্যমে কথা বোঝা সহজসাধ্য হয়ে যায়।

এক খুতবায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করেন যে, হরতাল বা স্ট্রাইক করা বৈধ কিনা। এ সম্পর্কে নীতিগতভাবে এটিও দেখা উচিত যে, হরতাল বা স্ট্রাইক কেন করা হয়, এর মৌলিক কারণ কি? এর মৌলিক কারন হলো অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান করা হয় না। তাই ইসলামী শিক্ষা হলো, তোমরা পরস্পরের শত্রু হয়ো না বরং পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে পরস্পরের প্রতি যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালনের চেষ্টা কর, অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের চেষ্টা কর, তাহলে জাগতিক সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি দেখা দিবে না। এ প্রসঙ্গে এটি হলো, ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামী সংস্কৃতির সার কথা। যাহোক এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সামাজিক জীবন সম্পর্কে ইসলামী ইমারতের ভিত্তি হলো ইনসাফ বা সুবিচার এবং ভালোবাসার ওপর। তাই নিজের অধিকার পাওয়ার জন্যও সেই রীতি অবলম্বন করা উচিত যা ইনসাফ বা সুবিচার এবং ভালোবাসা ভিত্তিক। এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যখনই স্ট্রাইক হতো আর কোন আহমদী যদি তাতে অংশ নিত তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন এবং অসন্তুষ্টি বা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। আজকাল বিভিন্ন ইসলামী বিশ্বে যে সমস্ত স্ট্রাইক বা ধর্মঘট হয় এর পেছনে যেখানে শয়তানী অপশক্তির হাত রয়েছে সেখানে পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করার কারণে সচরাচর সরকার এবং জনসাধারণের মাঝেও অশান্তি এবং টানাপোড়ন দেখা দেয়। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান দেশগুলোকে বিশেষ করে পাকিস্তানকে অর্থাৎ এসব দেশের শাসকদের তৌফিক দিন তারা যেন জনসাধারণের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে পারে। অনুরূপভাবে সব আহমদীরও দোয়া করা উচিত। যদি কোন

ক্ষেত্রে কোন আহমদীকে জোর পূর্বক ধর্মঘটে টেনেও নেওয়া হয় তাহলে বাধ্য বাধকতার ক্ষেত্রেও তাদের এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যা সরকারী সম্পত্তির বা সরকারী ধন সম্পদের ক্ষয় ক্ষতিতে পর্যবসিত হতে পারে। কোন মানুষ যে পেশার সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন সে যদি নিজের কাজে আগ্রহ রাখে তাহলে স্বীয় সকল শক্তি সামর্থ নিয়োজিত করে সে সেই কাজ করার চেষ্টা করে। এটি একটি সাধারণ রীতি এবং নীতি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদাহারণ দিয়ে বলেন, কেউ যদি সৈন্য হয়ে থাকে বা শিক্ষক বা বিচারক বা উকীল বা ব্যবসায়ী অথবা কেউ সংসদের সেক্রেটারী হোক বা স্পিকার বা সরকারের কোন মন্ত্রী হোক বা যেই হোক না কেন, যে সততার সাথে কাজ করে, আন্ত রিকভাবে বা মন দিয়ে কাজ করে এবং পুরো সময় দিয়ে যে কাজ করে আর সন্ধার সময় যখন ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় বসে তখন সে এটিই বলে যে, সারাদিনের ব্যস্ততা এবং কাজের বোঝা আমাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাকাই তখন দেখি যে, তিনি আমাদের জন্য যেই আদর্শ রেখে গেছেন তা কেবল তাঁরই বিশেষত্ব। এই সমস্ত কাজ, যা জীবনের বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পর্কযু ক্ত মানুষ করে থাকে, সেসব কাজ তাদের সবার চেয়ে বেশি তিনি (সা.)-কে করতে দেখা যায়। আর একই সাথে সংসারিক কাজকর্মও করতেন, স্ত্রীদের সাহায্য করতেন। ! মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করতেন আর এত গভীর মনোযোগ সহকারে প্রদান করতেন যে, প্রত্যেক স্ত্রী এটিই মনে করতেন যে, তাঁর সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আমার প্রতি। রসূলে করীম (সা.)-এর রীতি ছিল আসরের নামাযের পর একবার তিনি সব স্ত্রীর ঘরে যেতেন এবং তাদের প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করতেন। অনেক সময় ঘরের কাজেও তিনি তাদের সাহয্য করতেন। । তিনি বলেন, আমার মনে পড়ে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাজের অবস্থা যা ছিল তা হলো, আমরা যখন ঘুমাতাম তখনও তাঁকে কাজে রত দেখতাম আর যখন চোখ খুলতাম বা জাগ্রত হতাম তখনও তাকে কাজেই রত পেতাম। এত পরিশ্রম আর এত কষ্ট করা সত্যেও যে সমস্ত বন্ধুরা তার বইয়ের প্রুফ পড়ার কাজে অংশ নিত তিনি তাদের এতটাই সাহায্য করতেন যে, এশার সময়ও যদি কেউ ডাকত যে, হুযূর আমি প্রুফ নিয়ে এসেছি তাহলে তিনি বিছানা থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত যেতে গিয়ে রাস্তায় বেশ কয়েকবার বলতেন যে, জাযাকুমুল্লাহ্ আপনার বড় কষ্ট হয়েছে, জাযাকুমুল্লাহ্ আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে, অথচ সেই কাজ অর্থাৎ প্রুফ রিডার যে কাজ করতো তা সেই কাজের মোকাবেলায় কিছুই নয় যা তিনি (আ.) নিজে করতেন। তো আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝে এমন বা এতটা কাজের অভ্যাস দেখেছি আর এটি দেখে আমরা আশ্চর্য হতাম।

ইসলামে মহিলাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার একটি রীতি হলো যখন তার বিয়ে হয় তখন তার জন্য একটি মোহরানা নির্ধারিত হয়। অতএব সেই মোহরানা অবশ্যই আদায় করা উচিত। অনেকেই মনে করে যে, কেবল খোলা বা তালাকের ক্ষেত্রেই মোহরানা দিতে হয়। কিন্তু এখানে মোহরানার উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো, এটি সেই অঙ্ক বা টাকা যা মহিলার হস্তগত হওয়া চাই যেন প্রয়োজনে বা কোন বিশেষ কারণে যদি তার কোন খরচ করতে হয় যেই খরচের টাকা স্বামীর কাছে চাইতে সে দ্বিধাবোধ করে বা তার লজ্জা হয় তাহলে সে যেন তা থেকে ব্যয় করতে পারে। অথবা অনেক সময় এমন প্রয়োজন দেখা দেয় যা যথাসময়ে স্বামীও পূরণ করতে পারে না। মহিলার কাছে কিছু জমা থাকলে তিনি তার চাহিদা অনুসারে বা প্রয়োজন অনুসারে তা থেকে খরচ করতে পারেন। যদি হক্বমোহর নাইবা দেয়ার থাকে তাহলে এই যে দু'টি পরিস্থিতির কথা আমি উল্লেখ করলাম সেগুলো বা অন্য কোন প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না। । অনেক সময় মোহরানা প্রদান তো দূরের কথা মহিলা নিজে যে আয় করে তার ওপরও বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় যে, জিজ্ঞেস না করে খরচ করবে না বা আমাদেরও তা থেকে দাও, এই পুরো আয়ের এত অংশ আমাদের কাছে আসা উচিত বা আমাদের ব্যাংক একাউন্টে যাওয়া উচিত, এটি সম্পূর্ণভাবে অবৈধ আচরণ। অনুরূপভাবে কিছু দরিদ্র পরিবারে বা কোন কোন ক্ষেত্রে এসব দরিদ্র দেশের রীতি হলো বিয়ের সময় মেয়ের স্বামী বা শ্বশুরের কাছ থেকে মেয়ের পিতামাতাই হস্তগত করে আর মেয়ে কিছুই পায় না, সে বিয়ের পরও খালি হাতেই থেকে যায়। এটি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত রীতি। অনুরূপভাবে অনেক সময় কোন কোন মেয়ে স্বামীদের মোহরানা মাফ করে দেয় কিন্তু এর জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে যে, তাদের হাতে পয়সা দেয়ার পর জিজ্ঞেস কর। মোহরানা মহিলার হাতে তুলে দাও, এরপর এক বছর পর্যন্ত তা তার কাছে থাকবে, এরপর যদি মহিলা চায় তাহলে স্বামীকে তা ফেরত দিতে পারে। অতএব প্রথমে তার নিজের নিয়ন্ত্রণে আসা উচিত, এরপর যদি সে চায় তাহলে ক্ষমা করতে পারে।

এরপর যাকাত রয়েছে। যাকাত প্রদান করা আবশ্যকীয় দায়িত্বাবলীর অন্তর্গত। প্রত্যেক ব্যক্তি যার ক্ষেত্রে যাকাতের শর্ত পূরণ হয় তার জন্য যাকাত প্রদান আবশ্যক। কিন্তু কিছু এমন বুযুর্গও রয়েছেন যাদের কাছে যত সম্পদই আসুক আর যত আয়ই হোক না কেন তারা তা খোদার পথে ব্যয় করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এমনই এক পুণ্যবান ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীতে কতক এমন মানুষও রয়েছে

যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য আদর্শ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি যে, কেউ এক পুণ্যবান ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে যে, কত টাকার ওপর যাকাত আবশ্যক হয়। তিনি বলেন, তোমার জন্য বিষয় হলো, প্রতি চল্লিশ টাকায় এক টাকা যাকাত দাও বা যাকাত প্রদান কর। সেই ব্যক্তি তখন প্রশ্ন করে, আপনি যে, বললেন তোমার জন্য, এই তোমার জন্য শব্দের অর্থ কি? যাকাতের বিষয় কি ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তন হতে থাকে? তিনি বলেন যে, হ্যাঁ, তোমার কাছে যদি চল্লিশ রুপিয়া থাকে তা থেকে এক রুপিয়া যাকাত দেয়া তোমার জন্য আবশ্যক কিন্তু আমার কাছে যদি চল্লিশ রুপিয়া থাকে তাহলে আমার জন্য ৪১ টাকা যাকাত হিসেবে দেয়া আবশ্যক কেননা তোমার পদমর্যাদা এমন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি উপার্জন কর এবং খাও কিন্তু আমাকে তিনি এমন মর্যাদা দিয়েছেন যে, আমার ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করেন, এখন যদি নির্বুদ্ধিতা বশতঃ আমি চল্লিশ টাকা জমা করি তাহলে সেই চল্লিশ টাকাও দিব আর এক রুপিয়া জরিমানাও দিব। তো এই ছিল পুণ্যবানদের অবস্থা। তাই অনেকের জন্য আবশ্যক হবে সম্পূর্ণভাবে ধর্মের প্রতি মনোযোগী থাকা। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অন্যান্য যারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষ তারা জাগতিক আয় উপার্জনও করবেন আর একই সাথে নিজেদের সম্পদ এবং সময়ের কিছু অংশও ব্যয় করবেন এবং ইবাদত ও ধর্মীয় কাজে সময় দিবেন, ইস্তেগফারও করবেন আর দোয়াও করবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যেই সম্মান এবং সম্পত্তি আর খ্যাতি দিয়েছেন এগুলো খোদার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ, তাই এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা হলো তা থেকে অন্যদের খাতিরেও যেন ব্যয় করা হয়। কিছু মানুষ ব্যবসায়িক মনমানসিকতার হয়ে থাকে বা কৃত্রিমভাবে অনুকরণপ্রিয়তার বশবর্তী হয়ে তারা এমন কাজ করে বসে যা জামাতী রীতিনীতির পরিপন্থি বা ইসলামী শিক্ষার বিরোধী। ওহদাদারদের মাঝেও এমন মানুষ রয়েছে। অনেক সময় স্থানীয় আঞ্জুমানও এমন সিদ্ধান্ত করে বসে। সেই সমস্ত নীতিগত বিষয় যা আমাদের শিক্ষা এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থি তা আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত বা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত। আর আমাদের যদি জাগতিকতার ক্ষেত্রে অনুকরণ করতেই হয়, প্রথমত এটি তো জাগতিকতার অনুকরণ নয়, কিন্তু যদি অনুকরণ করতেই হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলেছেন যে, মুহাম্মদ (সা.) হলেন তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তাঁর অনুকরণ এবং অনুসরণ করা উচিত বা এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমাদের সামনে আদর্শ বানিয়েছেন, তিনি তাঁর মুনিবের কাছে যা শিখেছেন তাই আমাদেরকে অবহিত করেছেন, সেই অনুসারে আমাদের জীবন যাপন করা উচিত।

একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-তাঁর নিজস্ব একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের শেষ বছর বা তাঁর তিরোধানের পর প্রথম খিলাফতের কোন রমযান ছিল, অধিক গরমের কারণে বা সেহরীর সময় পানি পান করতে না পারার কারণে এক রোযায় আমার ভয়াবহ পিপাসা লাগে, এমনকি আমার বেহুশ বা অচেতন হওয়ার আশঙ্কা হয় অথচ সূর্য ডুবতে তখনও এক ঘন্টা বাকী ছিল। আমি শ্রান্ত এবং অবসন্ন হয়ে একটি বিছানার ওপর পড়ে যাই আর দিব্য দর্শনে দেখি যে, কেউ আমার মুখে পান পুরে দিয়েছে। আমি সেই পান চোষার পর আমার সব পিপাসা দূর হয়ে যায়। কাশফের এই অবস্থা কেটে যাওয়ার পর আমি দেখি যে, পিপাসার নাম চিহও নেই। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই আমার পিপাসার নিবারণ করেন আর পিপাসা নিবারিত হওয়ার পর পানি পান করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না, প্রয়োজন তো তখন ছিল যখন পিপাসা লেগেছিল। আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে চাহিদা পূরণ করা, তা উপযু ক্ত উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমেই হোক বা এর প্রতি অনিহা বা ভ্রুক্ষেপহীনত সৃষ্টির মাধ্যমে হোক অর্থাৎ যেন তার চাহিদাই না থাকে, হয় প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হোক অথবা সেই জিনিসের যেন চাহিদাই না থাকে। এই কথা সর্বদা স্মরণ করা উচিত। এইভাবে আল্লাহতা'লার কাছে দোয়া করা উচিত। প্রকৃত বিষয় হলো খোদার সন্তুষ্টি এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে দোয়া করা। এখনও অনেকেই এভাবে পত্র লেখে যে, আমরা অমুক স্থানে সম্পর্ক করতে চাই, দোয়া করুন যেন এটি হয়ে যায়, আর একই সাথে চেষ্টাও করুন, তার পিতা মাতাকেও বলুন আর সেই জামাতকেও বলুন, নতুবা আমি ধ্বংস হয়ে যাব, আমিও মরে যাব আর দ্বিতীয় পক্ষও মরে যাবে। এগুলো বাজে কথা বা বৃথা কথাবার্তা। বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হলো হৃদয়ের প্রশান্তি এবং বংশ বিস্তার। তাই খোদা তা'লার কাছে তাঁর কৃপার ভিক্ষা চাওয়া উচিত, যদি খোদার দৃষ্টিতে শুভ হয় তাহলে যেন এ সম্পর্ক হয়, নতুবা মন থেকে সেই আকর্ষন যেন উবে যায়। এই যে জাগতিক ভালোবাসা, আকর্ষণ এগুলো ক্ষনস্থায়ী। জাগতিক ভালোবাসাও খোদার ভালোবাসা বা খোদা প্রেমের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত। এমনটি যদি হয় তাহলে জাগতিক প্রেম এবং ভালোবাসাও পুণ্যে পর্যবসিত হবে এবং সর্বদা হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হবে বা প্রশান্তি বয়ে আনবে। এ পৃথিবীর কোন জিনিস নিজ সত্ত্বায় ক্ষতিকর নয় বা নিজ গুনে ক্ষতিকর নয়, এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, 'কচলা'ও একপ্রকার বিষ। এটি খেলে অনেকেই মারা যায়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ এর মাধ্যমে আরোগ্যও লাভ করে অর্থাৎ এটি ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয়। অনুরূপভাবে

আফিমও অনেক বড় ধ্বংসাত্মক জিনিস কিন্তু এর ধ্বংসের মোকাবেলায় এর উপকারিতাও অনেক বেশি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, চিকিৎসকদের প্রসিদ্ধ বচন হলো, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অর্ধেক ঔষধ এমন যাতে আফিম ব্যবহার হয়। আর এর উপকারিতা এত বেশি যে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। সুতরাং পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যা নিজ সত্ত্বায় ক্ষতিকর। ক্ষতি শুধু ভ্রান্ত ব্যবহারের সাথে সম্পর্ক রাখে যা মানুষেরই ভুল ভ্রান্তির ফসল। সুতরাং সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, প্রকৃত বা সত্যিকার মু'মিনের কাজ হলো কোন কাজের যখন ভালো ফলাফল প্রকাশ পায় তখন তার আলহামদুলিল্লাহ্ বলা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সফল করেছেন আর কুফল বা ক্ষতিকর ফলাফল সামনে আসলে তার 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন' পড়া উচিত আর বলা উচিত যে, আমি আমার অপূর্ণতা আর অক্ষমতার কারণে ব্যর্থ হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বরকত এবং আশিষ লাভ করে অক্ষমতা এবং অপূর্ণতাকে যে ব্যক্তি নিজের প্রতি আরোপ করে এবং সাফল্য পেলে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে এমন লোকদের প্রতি খোদা তা'লা কৃপা এবং করুণা করেন আর করুণা প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, আমার বান্দা সাফল্যকে আমার প্রতি আরোপ করে, তাই আমি তাকে আরও অধিক সাফল্যে ভূষিত করব। অনেক সামান্য সামান্য কথাও বড় বড় ফলাফল বয়ে আনে, এই কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি কোন মহিলার কাহিনী শুনাতেন। তার একটি মাত্র সন্তান ছিল। যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে সে মাকে বলে যে, এমন কোন জিনিসের নাম বলুন যা আমি ফিরে আসলে আপনার জন্য তোহ্ফা হিসেবে নিয়ে আসতে পারি আর আপনি তা দেখে আনন্দিত হতে পারেন। মা বলেন, তুমি যদি নিরাপদে ফিরে আস তাহলে এই কথাই আমার জন্য আনন্দের কারণ হবে। ছেলে জোর দেয় যে, আপনি অবশ্যই এমন কোন জিনিসের কথা বলুন। মা তখন বলেন যে, ঠিক আছে, যদি কিছু আনতেই চাও তাহলে পোড়া রুটির টুকরো যত বেশি পার নিয়ে এস যেন তা দেখে আমি আনন্দিত হতে পারি। ছেলে এটিকে খুবই তুচ্ছ বিষয় মনে করে বলে যে, আরো কিছু বলুন। মা বলেন, এটিই আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত করতে পারে। কিছুকাল পর ঘরে ফিরে পোড়া রুটির টুকরোর অনেকগুলো থলি সে তার মায়ের সামনে রেখে দেয়। মা এটি দেখে খুবই আনন্দিত হন। আমি তোমাকে পোড়া রুটির টুকরো এজন্য আনতে বলেছি যে, তুমি এই পোড়া টুকরোর জন্য রুটি এমনভাবে পাকাবে যা কোন সময় জ্বলে যাবে বা পুড়ে যাবে আর তুমি এই জ্বলা অংশ বা পোড়া অংশ রেখে দিবে আর বাকী অংশ খাবে, এর ফলে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে আর তাই হয়েছে। এটি বাহ্যত সামান্য একটি কথা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দোয়া গৃহিত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই মনে করে ছোট ছোট কথা বলা হয় বা বর্ণনা করা হয়। দোয়া গৃহিত হওয়ার জন্য দু'টো মৌলিক শর্ত রয়েছে যা স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي" (সূরা আল-বাকারা: ১৮৭) অর্থাৎ আমার কথা মান এবং আমার ওপর ঈমান আন। এ ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেমন: দরুদ পড়, সদকা দাও, কিন্তু কুরআন শরীফে এই দুটি মৌলিক কথার উল্লেখ রয়েছে। অনেকে আমাকে এটিও লেখে যে, আমরা অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করেন নি। এটি খোদার ওপর অপবাদ আরোপ করার নামান্তর। সত্যিকার অর্থে এটি ঈমানের দুর্বলতাও বটে। কিছুকাল পূর্বে এক ব্যক্তি আমার কাছে আসে আর বলে যে, আমি অনেক দোয়া করেছি কিন্তু তা গৃহিত হয়নি, এর কারণ কি? আমি তাকে বললাম যে, আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছেন, " فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي " অর্থাৎ আমার নির্দেশ মেনে চল, তুমি কি খোদার সমস্ত আদেশ-নিষেধ মেনে চল? সে বলে যে, না। সুতরাং আমাদেরকে প্রথমে নিজেদের অবস্থা যাচাই করতে হবে যে, আমরা কতটা আল্লাহ্ তা'লার কথা মেনে চলছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার তৌফিক দিন, আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করুন, আর আমাদের দোয়াকে গ্রহণ যোগ্যতার মর্যাদা দান করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 1ST April, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B